তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
উপপরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

১। কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ:

ক। এক নজরে অফিস

প্রতিষ্ঠানের নাম	মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
অফিস প্রধানের পদবি	উপপরিচালক
অফিসের সংখ্যা	১। উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা; ২। জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ঢাকা
অফিসের ঠিকানা	প্লট নং-৩, রোড-১০, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।
যোগাযোগ	ই-মেইল- dddhaka@fisheries.gov.bd ফোন- ০২-২২৪৪৭০৭৯৪ ০২-২২৪৪৭০৭৯৩
যাতায়তের বর্ণনা (গুগল ম্যাপসহ)	https://www.google.com/maps/place/DD+Office,+Dhaka,+Department+of+Fisheries/@23.8814845,90.3777359,17.46z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb543aa6e2a63bcd4!8m2!3d23.8791434!4d90.3899418

খ। অফিসের ভিশন ও মিশন

ভিশন: মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

মিশন: সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে কাংক্ষিত উন্নয়ন সাধন।

গ। অফিসের পরিচিতি

অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম ১৯০৮ সালে মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে এটি কৃষি অধিদপ্তরের সাথে একীভূত হয়। ১৯১৭ সালে ড. টি সাউথ ওয়েল এর মতামতের ভিত্তিতে মৎস্য অধিদপ্তর পুনরায় স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে এবং ১৯২৩ সালে এটি আবার অবলুপ্ত করা হয়। ১৯৪২ সারে ড. রামস্বামী নাইডুর মতামতের ভিত্তিতে মৎস্য অধিদপ্তরের পুণঃ আবির্ভাব ঘটে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৫ এর এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের সাথে একীভূত হয়। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ হিসেবে একীভূত হয়। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এ অবস্থিত ছিল। ২০১৯ সালে উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা উত্তরায় পৃথক ভবনে স্থানান্তরিত হয়। উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর প্রধান হলেন উপপরিচালক এবং তাকে সকল

ক্ষেত্রে ১ জন সিনিয়র সহকারী পরিচালক এবং ১ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা/সিনিয়র উপেজলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রশাসনিক কাঠামোতে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া ১৭ টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার/মিনি হ্যাচারী এবং ১টি মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র রয়েছে।

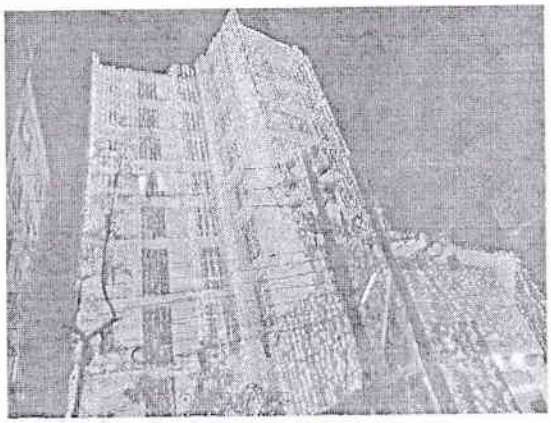

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর অর্গানোগ্রাম

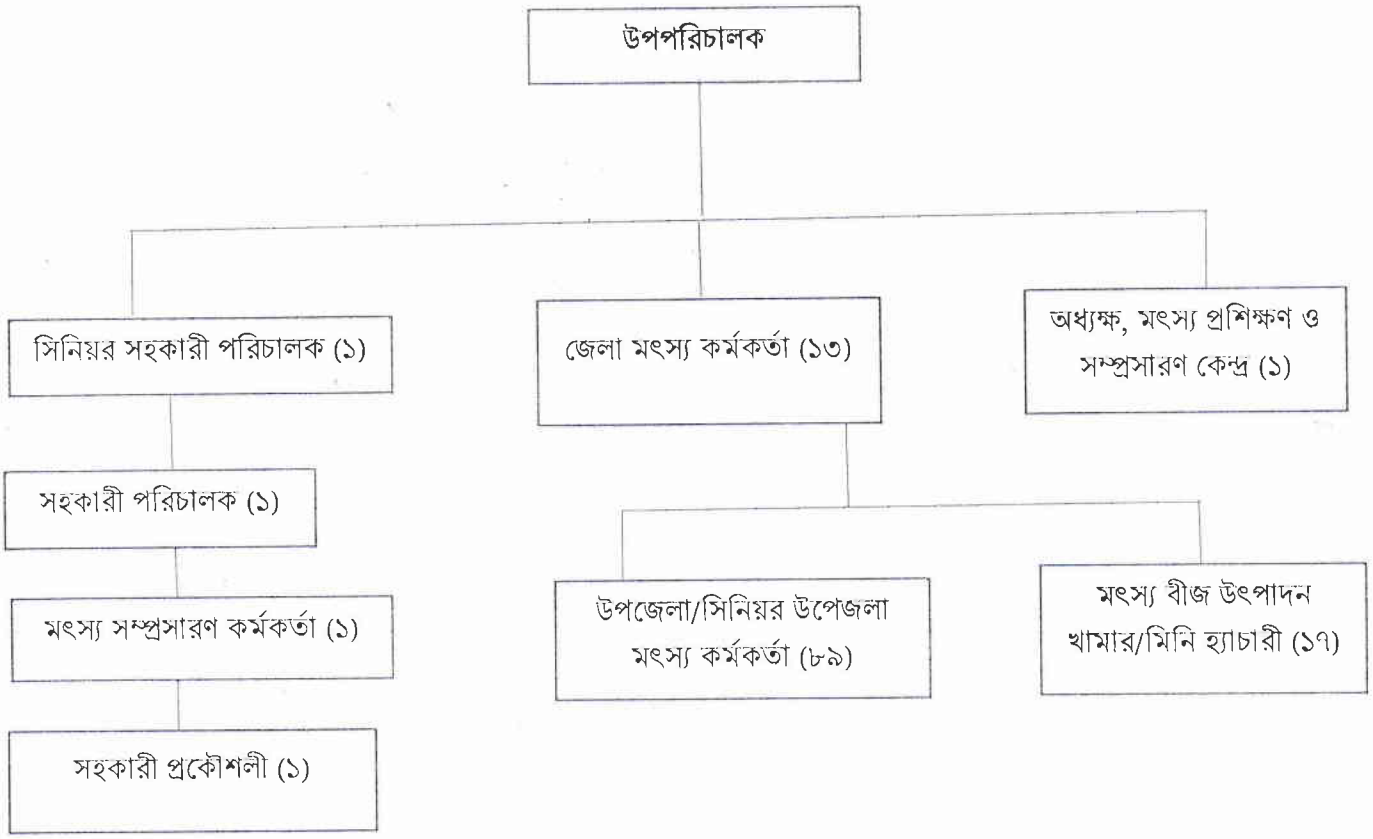

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

- ঢাকা বিভাগে ৬০০টি প্রদর্শনী মৎস্য খামার ও ১১৫টি বিল নার্সারি স্থাপন, ৪৩ মেট্রিক টন পোনা মাছ অবমুক্তকরণ, এবং ৫৩৫টি মৎস্য খাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়েছে;
- দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ০.০৭৫৬৩ লক্ষ জন মৎস্যচাষি/সুফলভোগী ও ৫০০ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ৩১৯০টি অভিযান পরিচালনা, ১৯২৩ জনমৎস্যজীবীর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে; এবং
- এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ৫.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও উন্নয়ন দর্শণ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, Allocation of Business অনুযায়ি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ম্যান্ডেট, ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসাবে স্মার্ট এবং উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে উন্নীতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:
- চাষকৃত মাছের উৎপাদন ২০১৯-২০ সালের (২৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মোট মাছের উৎপাদন ১১ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ;
- দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৭৩ গ্রাম উন্নীতকরণ;
- হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি ১.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ;
- বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ; এবং
- আন্তর্জাতিক বাজারে মাছ ও চিংড়ি সরবরাহের প্রতিটি ধাপে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

- ব্রুডস্টকের অবক্ষয়, গুণগত মানসম্পন্ন পোনা, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের অপর্যাপ্ততা;
- জলাবদ্ধতা, মাছের মাইগ্রেশন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস;
- মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত ও বাধাগ্রস্ত হওয়া;
- গলদা ও বাগদা চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন ও ভাইরাসমুক্ত পিএল এবং মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব;
- জেলেদের মাছ ধরা নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তার অভাব;
- অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল;
- সুস্থিত সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলের অভাব।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ঢাকা বিভাগে ১৩০টি প্রদর্শনী মৎস্য খামার ও ১৫০টি বিল নার্সারি স্থাপন, ৪৫ মেট্রিক টন পোনা মাছ অবমুক্তকরণ,
- এবং ৫৪০টি মৎস্য খাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন;
- দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩৯০০ জন মৎস্যচাষি/সুফলভোগী ও ৪০০ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ৩২০০টি অভিযান পরিচালনা, ১৩৬০ জন মৎস্যজীবীর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন৫০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণে অবদান রাখা।

এস, এম, রেজাউল করিম
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা